

* রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। “ এ যাত্রা আর কাহারো রক্ষা নাই ।” - এখানে ‘কাহারো’ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তাদের আর রক্ষা নেই কেন?

উ:- এখানে কাহারো বলতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা ‘তিন মাছের কথা’ গল্পে পুকুরের মাছেদের কথা বলা হয়েছে।

** তাদের আর রক্ষা নেই কারণ একদল জেলে এসে মাছ ধরার জন্য পুকুরের জল সঁচতে আরম্ভ করেছিল। এরপর পুকুরের জল শুকিয়ে গেলে জেলেরা দড়ি দিয়ে এক একটি করে মাছ ধরে তাতে গাঁথতে শুরু করেছিল। পালানোর আর কোনো পথ খোলা না থাকায় তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের আর রক্ষা নেই।

২। “ তাহার বিপত্তির সীমা থাকত না।” - কার ‘বিপত্তির সীমা’ থাকত না এবং কেন?

উ:- উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা ‘তিন মাছের কথা’ গল্পে বিপদ আসলে দীর্ঘসূত্র নামক শোল মাছটির বিপত্তির সীমা থাকতো না।

দীর্ঘসূত্র নামক শোলমাছটি ছিল অসতর্ক এবং বোকা। কোনো বিপদের কথা জানতে পারলে সে আজ নয় কাল করে সময় কাটাতো। আর সেই কারনেই বিপদ আসলে তার বিপত্তির সীমা থাকতো না।